একক ১২ ❐ গ্রন্থাগার সম্পদের আদানপ্রদান (Resource Sharing)

গঠন

১২.১ প্রস্তাবনা
১২.২ আন্তঃগ্রন্থাগার সহযোগিতা
১২.৩ গ্রন্থাগার সম্পদ ও তার লেনদেন বা আদানপ্রদান
১২.৪ সম্পদ লেনদেনের প্রয়োজনীয়তা
১২.৫ সম্পদ লেনদেনের ক্রিয়াকলাপ
১২.৫.১ সহযোগিতামূলক সংগ্রহ
১২.৫.২ সহযোগিতামূলক সংরক্ষণ
১২.৫.৩ প্রক্রিয়াকরণের আদানপ্রদান
১২.৫.৪ আন্তঃগ্রন্থাগার লেনদেন
১২.৫.৫ উপকরণের আদানপ্রদান
১২.৫.৬ কর্মী ও পরিচালনবর্গ সম্পর্কে তথ্য
১২.৬ সম্পদ আদানপ্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় শর্ত
১২.৭ কার্যরক সম্পদ আদানপ্রদান কর্মসূচি
১২.৭.১ আন্তর্জাতিক
১২.৭.২ জাতীয়
১২.৮ প্রযুক্তির প্রভাব
১২.৯ উপসংহার
১২.১০ অনুশীলনী
১২.১১ নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জি

১২.১ প্রস্তাবনা

অতীতে সংগ্রহের পরিমাণ দেখে কোনো গ্রন্থাগারের উৎকর্ষ বিচার করা হত। প্রচুর সংখ্যায় পাণ্ডুলিপি ও অন্যান্য পাঠ্যবস্তুর অধিকারী হলেই কোনো গ্রন্থাগারকে মূল্যবান মনে করা হত। এর ফলে গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে স্বনির্ভর হওয়ার এক প্রবণতা মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল। আজকের দিনে এটা স্পষ্ট বোঝায় গেছে যে, স্বনির্ভর হওয়ার এই বাসনা এক অলীক স্বপ্ন মাত্র। মুদ্রণযন্ত্রের আবিষ্কার, নতুন নতুন শিক্ষা ও গবেষণাকেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা, শিক্ষা ও প্রযুক্তির বিস্তার আজ বিশ্বজুড়ে এক বিপ্লব ঘটিয়ে ফেলেছে। যেমন, সপ্তদশ শতাব্দীতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক পত্রপত্রিকার সংখ্যা ছিল খুবই অল্প। আজ শুধুমাত্র বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক পত্রপত্রিকার সংখ্যাই ষাট হাজারের বেশি। এই পরিস্থিতিতে বিশ্বের বৃহত্তম গ্রন্থাগারটির পক্ষেও স্বনির্ভর হয়ে ওঠা এক অবাস্তব কল্পনা।

গ্রন্থাগারগুলি নিজেদের মধ্যে সম্পদ লেনদেন শুরু করে এক বিশেষ লক্ষ্যপূরণের উদ্দেশ্যে বিশ্বের যে-কোনো স্থানে যে-কোনো ব্যবহারকারীকে যে-কোনো নথি বা লিখিত তথ্য পৌঁছে দেওয়ার সামর্থ্য অর্জন

করা। এর ফলে কোনো পাঠক তার নিজস্ব গ্রন্থাগারে প্রবেশ করলে আসলে পদার্পণ করেন দেশ বা বিশ্বের প্রত্যেকটি গ্রন্থাগারের দরজায়। এই লেনদেনের ভাবনা এখন জাতীয় থেকে আন্তর্জাতিক স্তরে উন্নীত হওয়ায় পাঠক আজ গ্রন্থাগার জগতের সমস্ত সম্পদ উপভোগ করতে পারেন।

১২.২ আন্তঃগ্রন্থাগার সহযোগিতা

গ্রন্থাগারগুলির সম্পদ লেনদেনকে আন্তঃগ্রন্থাগার সহযোগিতা বলা হত। আন্তঃগ্রন্থাগার সহযোগিতার সঠিক অর্থ অনুধাবন করতে হলে আমাদের নজর দিতে হবে এর ইতিহাসের উপর। ১৯৭৫ সালে প্রকাশিত 'Prologue to Library Cooperation', Library Trends নিবন্ধে জো ডব্লু ক্রউস বলেন ঃ "ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে একাধিক মঠ বা ধর্মীয় গ্রন্থাগারের ক্যাটালগের অস্তিত্ব ছিল। 'Registrer Librorum Angilae'-তে ১৩৮টি ইংরেজ ও স্কটিশ মঠের পাণ্ডুলিপিগুলি তালিকাবদ্ধ করা হয়েছিল। ১৯৬৮ সালে প্রকাশিত 'Aspects of International Library Cooperation, Historical and Contemporary', Library Quarterly নিবন্ধে কার্ট ... ১৭৪০ সালে ... গ্রেইফসওয়াল্ড (Greifswald) বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে এক বিনিময় চুক্তি, উইয়েমার (Weimar) ও জাঁ (Jean)-এর গ্রন্থাগারগুলি এক ... উলফেনবাটেল (Wolfenbuttel) ও গোটিনজেন (Gottingenr)-এর এক সমন্বিত সংগ্রহের প্রকল্প এবং ফরাসি বিপ্লবের সময় বাজেয়াপ্ত লক্ষ লক্ষ গ্রন্থের ভিত্তি করে এক 'Bibliographic' প্রণয়ন করার উদাহরণ উপস্থিত করেছেন।

১৮৭৬ সালে Library Journal-এর এক সংখ্যায় স্যামুয়েল এস. গ্রিন সম্পদ লেনদেনের জন্য চুক্তিতে আবদ্ধ হতে গ্রন্থাগারিকদের পরামর্শ দেন। আন্তঃগ্রন্থাগার সহযোগিতার প্রসঙ্গটি উত্থাপন করার সময় তিনি দুটি বিষয়ের কথা উল্লেখ করেন : ১) ব্যবহারকারীদের চাহিদা সন্তোষজনকভাবে মেটাতে পারে, এমন এক গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা, এবং (২) পরিষেবা প্রদানে গ্রন্থাগারিকের নিজের প্রত্যাশা মেটানোর জন্য নিয়মিতভাবে আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা নেওয়ার আবশ্যিকতা।

সুতরাং সহযোগিতাকে আমাদের এক সামাজিক বিষয় হিসাবে দেখা উচিত, যার সাহায্যে পারস্পরিক আদানপ্রদানের মাধ্যমে কোনো একটি গ্রন্থাগারের পরিষেবা বৃদ্ধি করা যায় ও ব্যবহারকারীদের জন্য গ্রন্থাগারিকেরা নতুন নতুন বিকল্পের খোঁজ দিতে পারেন। অন্যান্য সামাজিক বিষয়গুলির সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপনের জন্য আমাদের উচিত সহযোগিতার বিষয়টিকে এক ভাবনাভিত্তিক কাঠামো দেওয়া।

সহযোগিতা একই সঙ্গে এক প্রক্রিয়া এবং পদ্ধতি বা উপায়, যার মাধমে দুই বা ততোধিক বস্তু পারস্পরিক সমন্বয়ের সাহায্যে কোনো সন্তোষজনক আকাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হতে পারে। প্রক্রিয়া হিসাবে এটি আদানপ্রদান সংক্রান্ত এক চলমান ক্রিয়াকলাপ। আর কোনো ফলাফল বা লক্ষ্যে পৌঁছনোর ক্ষেত্রে এ হল এক উপায়। সাধারণ বুদ্ধিতে সহযোগিতাকে এইভাবে ব্যাখ্যা করা যায় যে, স্বাভাবিক অবস্থায় মানুষ যেহেতু পরস্পরের সঙ্গে মিলেমিশে একত্র থাকতে চায়, সহযোগিতা সেই লক্ষ্য মেটানোর একটি উপায়। কেউ কেউ বলতে পারেন যে, বিরোধ বা অনৈক্যই মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি এবং বাঁচার তাগিদে মানুষকে যেহেতু পরস্পরের কাছাকাছি থাকতে হয় ও একে অপরের উপর নির্ভর করতে হয়, সহযোগিতার মাধ্যমেই তাই সংঘাত কমানো যায় ও জীবনকে টিকিয়ে রাখা যায়। গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে সহযোগিতার বিষয়টি অনুসন্ধান করতে হলে, সেটিকে আদানপ্রদানের বা বিনিময়ের একটি রূপ হিসাবে দেখাই সুবিধাজনক। এর ফলে, সহযোগিতার বিষয়টিকে বাস্তব ও আর্থিক বিচারের মাধ্যমেও প্রকাশ করা যেতে পারে, আবার তার এক সামাজিক বা মনস্তাত্ত্বিক দিকও থাকতে পারে, যেমন, মর্যাদা, শ্রদ্ধা ও মৈত্রী।

ক্রউসের মতে আন্তঃগ্রন্থাগার সহযোগিতা হল সদিচ্ছার এক প্রতীক। এর উদ্দেশ্য সম্পদের লেনদেন বা আদানপ্রদান। সম্পদ বাড়াতে ও ব্যবহারকারীদের আরও ভালো পরিষেবা দিতে সহযোগী গ্রন্থাগারগুলিকে তা সাহায্য করে। প্রকৃতপক্ষে আন্তঃগ্রন্থাগার সহযোগিতার মূল উদ্দেশ্য হল সম্পদের লেনদেন। এখানে এ কথা লক্ষ করা জরুরি যে, আজকের স্বয়ংক্রিয়তা, ডাটাবেস, তথ্য ইত্যাদি ক্রিয়াকলাপের যুগে 'সম্পদের লেনদেন' হিসাবেই এর সঠিক বর্ণনা সম্ভব, আন্তঃগ্রন্থাগার সহযোগিতা অবশ্যই যার এক অঙ্গ।

১২.৩ গ্রন্থাগার সম্পদ ও তার লেনদেন বা আদানপ্রদান

আদানপ্রদান বা লেনদেনের পরিপ্রেক্ষিতে আলোচনা করার সময় গ্রন্থাগার সম্পদ বলতে আধুনিক গ্রন্থাগার ব্যবস্থা উপাদান, কার্যাবলি ও পরিষেবা—এগুলির প্রত্যেকটিকেই পৃথকভাবে বা একই সঙ্গে বোঝায়। উপাদানগুলি ডকুমেন্টারি (documentary) ও নন-ডকুমেন্টারি (non-documentary) দুই ধরনেরই হতে পারে। ডকুমেন্টারি উপাদানের মধ্যে রয়েছে গ্রন্থ, পত্রপত্রিকা, প্রতিবেদন, পেটেন্ট (patent), মানিক (standard) প্রভৃতি। নন-ডকুমেন্টারি উপাদানের মধ্যে আছে অডিও-ভিসুয়াল (audio-visual) উপকরণ, মাইক্রোফিল্ম, মেসিন রিডেবল ডাইটাবেস (machine readable database), কম্পিউটার প্রভৃতি। কার্যাবলির মধ্যে পড়ে সংগ্রহকরা, প্রক্রিয়াকরণ, রক্ষণাবেক্ষণ প্রভৃতি। পরিষেবা বলতে বোঝায় কলাকৌশল, ক্রিয়াকলাপ ও পদ্ধতি, যেগুলি প্রয়োগ করে ব্যবহারকারীদের সাথে বিপুল পরিমাণ মুদ্রিত সম্পদের যোগাযোগ স্থাপন করা যায়। পরিষেবার মধ্যে রয়েছে সম্পদ ধার দেওয়া অর্থাৎ বাড়িতে ব্যবহারের জন্য নিয়ে যেতে অনুমতি দেওয়া, রেফারেন্স (reference), ডকুমেন্টেশন (documentation), রিপ্রোগ্রাফি ও অনুবাদ। পেশাদার কর্মীদের দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা অবশ্যই সম্পদের অন্তর্ভুক্ত।

সম্পদ যেরকমই হোক না কেন, তার আদানপ্রদানের অর্থ শুধুমাত্র এই নয় যে, কোনো গ্রন্থাগার তার একটি অংশ দিল বা পেল। সম্পদের আদানপ্রদান কীভাবে হওয়া উচিত সেই পদ্ধতি নির্ণয় করার প্রক্রিয়াতেও গ্রন্থাগার নিজেকে নিয়োজিত করে। সম্পদের আদানপ্রদান সম্পর্কে ব্রিটিশ ও মার্কিন, এই দুরকম ব্যাখ্যাই বিষয়টিকে পরিষ্কার বুঝতে সাহায্য করবে।

(১) এম. স্মিথের সংজ্ঞাকে ফিলিপ মেওয়েল যেভাবে উদ্ধৃত করেছেন তা এখানে দেখে নেওয়া যেতে পারে : "সম্পদের আদানপ্রদানকে আপাতদৃষ্টিতে আন্তঃগ্রন্থাগার সহযোগিতারই এক নতুন রূপ মনে হতে পারে। এটা সত্যি যে, দুইয়ের মধ্যে অনেক কার্যাবলিই একইরকম, কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য রয়েছে এদের দৃষ্টিভঙ্গীতে। আগেকার ধারণাটি, অর্থাৎ আন্তঃগ্রন্থাগার সহযোগিতা গ্রন্থাগারের অস্তিত্বের কথা আগে থেকেই স্বীকার করে নেয় ও একসঙ্গে কাজ করে কীভাবে তারা তাদের লক্ষ্যে উপনীত হবে তার বর্ণনা দেয়। আবার নতুন ধারণাটি একদিকে উপাদান, মেধা ও ভাবনার সম্পদের এক বিস্তার ও অন্যদিকে একজন সমষ্টির কথা ধরে নেয় ও পরস্পরের চাহিদা মেটানোর জন্য প্রয়োজনীয় এক অনুকূল সম্পর্ক স্থাপনের জন্য আবশ্যিক ক্রিয়াকলাপের উপর নজর দেয়।" [ALA World Encyclopaedia of Library Science, 2nd Ed., 1986, p. 704]

(২) অ্যালেন কেন্টের পর্যবেক্ষণ এইরকম : "সম্পদের আদানপ্রদান হল কাজের এক ধরন, যার মাধ্যমে গ্রন্থাগারের কার্যাবলি অনেকগুলি গ্রন্থাগার আদানপ্রদান করে নিতে সক্ষম হয়। এই উদ্দেশ্যে গ্রন্থাগারের কার্যাবলির উপর এক ইতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি করা। এগুলি হল, (১) আরও বেশী উপাদান বা পরিষেবা ব্যবহারকারীদের কাছে পৌঁছে দেওয়া ও (২) কম খরচে একই পরিষেবা, একই খরচে বেশী পরিষেবা ও স্বতন্ত্রভাবে কোনো গ্রন্থাগারের পক্ষে যেটুকু দেওয়া সম্ভব, কমখরচে তার একক চেয়ে আরও অনেক বেশী পরিষেবা দেওয়ার উপযুক্ত করে গ্রন্থাগারের বাজেট তৈরি করা।" [Encyclopaedia of Library and Information Sciences, Vol. 25, p. 295]

প্রথম সংজ্ঞাটি থেকে এটা পরিষ্কার হয় যে, সম্পদের আদানপ্রদান নিজেই কোনো লক্ষ্য নয়, বরং ব্যবহারকারীদের উন্নত পরিষেবা দেওয়ার তা এক পদ্ধতিমাত্র। 'সম্পদের আদানপ্রদানের' সঙ্গে জড়িয়ে আছে এক ধরনের পারস্পরিক সহযোগিতা ও অংশীদারিত্ব, যেখানে প্রত্যেকটি অংশীধারের একে অন্যের কাছ থেকে কিছু নেওয়ার বা তাকে কিছু দেওয়ার থাকে এবং প্রয়োজনের সময় কোনো জিনিস উপলব্ধ করার ইচ্ছা ও সামর্থ্য থাকে।

১২.৪ সম্পদ লেনদেনের প্রয়োজনীয়তা

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকগুলি পর্যন্ত প্রত্যেকটি গ্রন্থাগার ছিল এক-একটি স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান, যারা নিজের নিজের সদস্যদের চাহিদা মেটাতে ও তাদের প্রাথমিক প্রয়োজনগুলি মেটানোর জন্য উপাদান সংগ্রহ করত। পরবর্তীকালে উদ্ভূত বিভিন্ন পরিস্থিতির সমন্বয় কোনো গ্রন্থাগারের পক্ষে স্বনির্ভরতা অর্জন করা অত্যন্ত কঠিন করে তোলে। সেই পরিস্থিতিগুলি হল : জ্ঞান এবং তার সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশিত সামগ্রীর পরিমাণের ব্যাপক বৃদ্ধি ; শিক্ষার বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে গ্রন্থাগার পরিষেবার উপর বিচিত্রমুখী ও বর্ধিত দাবি ; বিভিন্ন বিষয়ের পারস্পরিক সম্পর্কের জটিলতার বৃদ্ধি ; ব্যবহারকারীদের দাবীর বেড়ে ওঠার বৈচিত্র্য ; তথ্যভাণ্ডারকে বিস্তৃত করে পরিষেবার প্রসার ও তথ্য সরবরাহকে ত্বরান্বিত করার একান্ত প্রয়োজনীয়তা ; সাম্প্রতিকতম তথ্যের বর্ধিত চাহিদা ; শিল্প ও বাণিজ্যের উপর উন্নততর প্রযুক্তির প্রভাব ও মালিক এবং কর্মচারীদের নতুন নতুন কলাকৌশল ও দক্ষতা অর্জনের প্রয়োজনীয়তা ; গ্রন্থাগারের সীমিত আর্থিক সংগতির নিরিখে পাঠ্যবস্তুর বিপুল মূল্যবৃদ্ধি ; প্রযুক্তিতে বেশী ব্যবহারের সুযোগ পাওয়া ও গ্রন্থাগারের জন্য জায়গায় বর্ধিত চাহিদা।

উপরে উল্লিখিত কারণগুলি গ্রন্থাগারগুলিকে সম্পদ আদানপ্রদানের পথে চলতে বাধ্য করছে। উন্নতিশীল দেশগুলির চেয়ে উন্নত দেশগুলিতে সম্পদ লেনদেনের প্রয়োজনীয়তা আরও অনেক বেশী। উন্নতিশীল দেশগুলির সম্পদের পরিমাণ সীমিত, কাজেই সবথেকে বেশী সংখ্যায় ব্যবহারকারীরা যাতে এগুলিকে সব থেকে ভালোভাবে কাজে লাগাতে পারেন, সেটা সুনিশ্চিত করাই বাঞ্ছনীয়।

১২.৫ সম্পদ লেনদেনের ক্রিয়াকলাপ

গ্রন্থাগারগুলি কেন সম্পদ আদানপ্রদানে বাধ্য হয়, সেই বিষয়ে আমরা আলোচনা করেছি। গ্রন্থাগারগুলি বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাদের সম্পদ আদানপ্রদান করতে পারে। এগুলি থেকেই গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে সহযোগিতার ধারণাটি নির্ণীত হয়। সহযোগিতার কয়েকটি ক্ষেত্র হল :

১২.৫.১ সহযোগিতামূলক সংগ্রহ

গবেষণার কারণে প্রয়োজনীয় বিভিন্ন ধরনের গ্রন্থপঞ্জির বিশাল দাবী মিটিয়ে কোনো একক গ্রন্থাগারের পক্ষে সম্পূর্ণ স্বনির্ভর হওয়া সম্ভব নয়। এর আর একটি কারণ হল, একই ধরনের কাজ বা প্রচেষ্টার জন্য অসংখ্য গ্রন্থাগারকে সরকারি বা বেসরকারী উৎস থেকে আর্থিক সহায়তা দেওয়ার ব্যবস্থা করা সম্ভব। সহযোগিতামূলক সংগ্রহের পরিকল্পনা করে গ্রন্থাগালগুলি একই জিনিস অনেক জায়গার জন্য সংগ্রহের অপ্রয়োজনীয় ব্যয় পরিহার করতে পারে, কোনো সামগ্রী যাতে বাদ না পড়ে তা সুনিশ্চিত করতে পারে, সামগ্রীর পরিধি আরও বিস্তৃত করতে পারে ও আন্তঃগ্রন্থাগার বিনিময়ের চেয়ে আরো দ্রুত ব্যবহারকারীদের

কাছে তা পৌঁছে দিতে পারে। সহযোগিতামূলক সংগ্রহের মতো কোনো সামগ্রী পরিত্যাগের বা হস্তান্তরের ক্ষেত্রেও এটি প্রযোজ্য—যেমন কোনো বিষয় সম্পর্কে পর্যাপ্ত সামগ্রী বজায় রেখেও কিছু মনোগ্রাফ বাদ দেওয়া যায় কিনা, অথবা কোনো অল্প ব্যবহৃত পত্রপত্রিকা সংগ্রহ বন্ধ করে তার শুধুমাত্র একটি সংখ্যা রাখা যায় কিনা, সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা।

সহযোগিতামূলক সংগ্রহের ক্ষেত্রে বিষয়ের বিশেষত্ব দেখা হয় বা এমপিরিক (empiric) পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়। এই পদ্ধতিতে সহযোগী গ্রন্থাগারগুলি যেসব গ্রন্থ কেনা হয়নি সেগুলির পর্যালোচনা করে ও সাধারণের জন্য অল্প চাহিদার ব্যয়বহুল কিছু গ্রন্থ সংগ্রহ করতে মনস্থ করে। অডিও-ভিসুয়াল উপকরণ সংগ্রহের ক্ষেত্রে একই পদ্ধতি প্রয়োগ করা যেতে পারে।

নথি নির্বাচন ছাড়াও, সংগ্রহের প্রক্রিয়ায় বরাত দেওয়া, সরবরাহকারীদের তাগাদা দেওয়া ও বিল (bill) অনুমোদন করার মতো নানারকম কাজ জড়িয়ে থাকে। সহযোগিতামূলক সংগ্রহের মাধ্যমে এই কাজের পরিমাণ অনেকটা কমিয়ে আনা যেতে পারে।

১২.৫.২ সহযোগিতামূলক সংরক্ষণ

বহু গ্রন্থাগার স্থানাভাবের এক দীর্ঘস্থায়ী সমস্যায় জর্জরিত হয়ে থাকে। ব্যবহৃত হোক বা না হোক, এক অধিকারমূলক মনোভাব থেকে গ্রন্থাগারগুলি পুরোনো, অপ্রচলিত উপাদানগুলিও সেলফ থেকে সরাতে চায় না। এর ফলে গ্রন্থাগারগুলিকে সংরক্ষণের অপ্রয়োজনীয় ব্যয়ভার বহন করতে হয়। সংগ্রহের বিকাশ ঘটায় যে সম্পদ লেনদেন ব্যবস্থা, তার মধ্যে অল্প ব্যবহৃত সামগ্রীগুলির জন্য এক সহযোগিতামূলক সংরক্ষণের ব্যবস্থাও অন্তর্ভুক্ত। সহযোগী গ্রন্থাগারগুলির কোনো গোষ্ঠী নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে অল্প ব্যবহৃত বা অকেজো সামগ্রীগুলি সংরক্ষণের দায়িত্ব কোনো কেন্দ্রীয় সংস্থার হাতে তুলে দিতে পারে। সংরক্ষিত সামগ্রীগুলি এমনকী পরস্পরের সেলফে তুলে রাখা যেতে পারে, যেগুলি ব্যবহার করতে সমস্ত সহযোগী গ্রন্থাগারগুলির সমান অধিকার থাকবে। সহযোগিতামূলক সংগ্রহের এ এক আকাঙ্ক্ষিত উপরি-পাওনা।

সহযোগিতামূলক সংরক্ষণ সহযোগিতামূলক সংগ্রহের নীতির মতো একই মাত্রায় সমন্বয় দাবী করে। সম্পদ আদানপ্রদানের এই দিকটি অবশ্য সংরক্ষণের সংকটের উপরই বেশী গুরুত্ব আরোপ করে।

১২.৫.৩ প্রক্রিয়াকরণের আদানপ্রদান

উন্নত দেশগুলিতে ও উন্নতিশীল দেশগুলির এক বড়ো অংশে জাতীয় গ্রন্থপঞ্জি প্রকাশিত হলেও, সম্মিলিত ক্যাটালগের মাধ্যমেই সম্পদ আদানপ্রদানের অনেক কাজই সম্পন্ন হয়। বাস্তবে কম্পিউটার আবির্ভাবের পর বিংশ শতকের ষাটের দশকেই সম্মিলিত ক্যাটালগের পথ প্রস্তুত হয়ে যায়। এই প্রক্রিয়ায় অনেকগুলি একক গ্রন্থাগারের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ক্যাটালগ এন্ট্রি (entry) বা মুদ্রিত গ্রন্থের ক্যাটালগ প্রস্তুত করা হয়, যাতে এর সুফল পেতে পারে প্রতিটি সহযোগী গ্রন্থাগার, এমনকি অন্যরাও।

জাতীয়স্তরে মর্যাদাপ্রাপ্ত কিছু গ্রন্থাগার মুদ্রিত ক্যাটালগ কার্ড (catalogue card) প্রস্তুত করে, যেগুলি অন্যান্য গ্রন্থাগার কিনে নিতে পারে। লাইব্রেরি অফ কংগ্রেসের চালু করা ক্যাটলগিঙ-ইন-পাবলিকেশন (Cataloguing-in-publication) কর্মসূচীতে title page বা আখ্যাপত্রের বাঁদিকের পাতায় সাধারণত এই সব তথ্য দেওয়া হয় : লেখকের নাম, গ্রন্থনাম, বিষয় ও অন্যান্য এন্ট্রি, এল সি ক্লাসিফিকেশন নাম্বার (L C classification number), ডি ডি সি নাম্বার (DDC number), এল সি কার্ড নাম্বার (L C card number)

ও আই এস বি এন (ISBN–International Standard Bank Number)* । এই ব্যবস্থার ফলে ক্যাটালগিঙের ব্যয় অনেকটাই হ্রাস পায়। এছাড়া, মাইক্রো-ডকুমেন্টে (micro-document) থাকা তথ্যের প্রক্রিয়াকরণ লেনদেনের সংস্থানও এই ব্যবস্থায় থাকে।

১২.৫.৪ আন্তঃগ্রন্থাগার লেনদেন

একথা নিশ্চিতভাবে বলা যেতে পারে যে, সম্পদ আদানপ্রদানের প্রাচীনতম ও সবথেকে পরিচিত কার্যাবলী হল গ্রন্থাগারের উপাদানগুলির কাছে পৌঁছতে পারা। প্রকৃতপক্ষে সম্পদ লেনদেনের এই আন্তঃগ্রন্থাগারিক সহযোগিতা সারা বিশ্বজুড়ে প্রচলিত। কোনো একক গ্রন্থাগারের নিজস্ব সংগ্রহের বাইরের কোনো উপাদান দিয়ে কোনো পাঠককে সন্তুষ্ট করার প্রয়োজনীয়তা থেকে জন্ম নিয়েছে কয়েকটি বিধিবদ্ধ প্রকল্প, যেগুলিকে এই কয়েকটি শ্রেণিতে ভাগ করা যেতে পারে : (ক) গ্রন্থাগারগুলির সংগ্রহ সংবলিত সম্মিলিত ক্যাটালগ নিয়ে স্থানীয়, আঞ্চলিক বা জাতীয় কেন্দ্র ; (খ) গ্রন্থের এককেন্দ্রীয় ভাণ্ডার, যার কাজ হল অন্যান্য গ্রন্থাগারের দাবিমতো তাদের গ্রন্থ সরবরাহ করা ও (গ) আঞ্চলিক বা জাতীয় কেন্দ্রগুলির হস্তক্ষেপ ছাড়াই গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে সোজাসুজি আদানপ্রদানের ব্যবস্থা করা।

এখানে এ কথা উল্লেখ করে নেওয়া যায় যে, আন্তঃগ্রন্থাগার লেনদেনের এই ব্যবস্থায় কিছু সহজাত ত্রুটি আছে। কোনো সহযোগিতামূলক সংগ্রহের নীতি অনুসরণ না করলে, এই ব্যবস্থার সাহায্যে উপলব্ধ সামগ্রীগুলি সম্পূর্ণরূপে কাজে লাগানো যায় না। সংগ্রহের এক সম্মিলিত তালিকা প্রস্তুত করাও এই ব্যবস্থার জন্য খুবই প্রয়োজন। পাঠকদের প্রতি কোনো গ্রন্থাগারের যে নৈতিক দায়িত্ব আছে, এই ব্যবস্থায় তা প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতে পারে ও বড়োসড়ো বিকেন্দ্রীভূত ব্যবস্থায় এমন এক অবস্থা দেখা দিয়ে পারে যে, ক্রমবর্ধমান দাবীর চাপ সমৃদ্ধতর গ্রন্থাগারগুলিকে বিধিনিষেধ ও শাস্তিমূলক মূল্য চাপিয়ে দিতে বাধ্য করে। এর বিকল্প হিসাবে একটি কেন্দ্রীভূত সংগ্রহের কথা ভাবা যেতে পারে, যেখান থেকে অন্যান্য গ্রন্থাগারগুলি তাদের চাহিদা মিটিয়ে নিতে সক্ষম হবে।

সম্পদ আদানপ্রদানের মাধ্যমে কোনো উপাদানের কাছে পৌঁছানোর অন্য একটি উপায় হল পাঠককেই এমন কোনো সংগ্রহের সাহায্য নিতে পরামর্শ দেওয়া যেখান থেকে তিনি তার প্রয়োজনীয় তথ্য পেতে পারেন। সম্পদের একে তালিকার (directory) কথা এই প্রক্রিয়া পূর্বানুমান করে নেয়। অন্যান্য কার্যাবলীর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে সহযোগিতামূলক নির্ঘণ্ট প্রণয়ন, বিষয় নির্যাস, অনুবাদ কর্মসূচী ও সংগ্রহের উপযুক্ত ব্যবহার সুনিশ্চিত করার জন্য সম্মিলিত অন-লাইন (on-line) পরিষেবার ব্যবস্থা।

১২.২.৫ উপকরণের আদানপ্রদান

বিভিন্ন কাজের জন্য আধুনিক গ্রন্থাগারগুলি বিভিন্ন রকমের উপকরণ ব্যবহার করে থাকে। কমপিউটার ও রিপ্রোগ্রাফিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার এখন খুবই প্রচলিত। ছোটো ছোটো গ্রন্থাগারগুলির পক্ষে এইসব দামী জিনিসপত্র সংগ্রহ করা সম্ভব নয়। অনেকগুলি গ্রন্থাগার সম্মিলিতভাবে এগুলি সংগ্রহ করতে পারে।

১২.৫.৬ কর্মী ও পরিচালকবর্গ সম্পর্কে তথ্য

আরও যে দুটি বিষয়কে সম্পদ আদানপ্রদান ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে সেগুলি হল কর্মী সম্পদ ও পরিচালকবর্গ সম্পর্কে তথ্য। সহযোগিতামূলক কর্মী প্রশিক্ষণ ও কর্মী বিনিময়কে এই ব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব। সম্পদ আদানপ্রদানকে সাফল্যমণ্ডিত করতে প্রয়োজন তথ্যের এক উপযুক্ত বিনিময়ের ব্যবস্থার, যা এই প্রক্রিয়াটির উপর নজর রাখতে সক্ষম।

---

* আন্তর্জাতিক মানক গ্রন্থসংখ্যা।

১২.৬ সম্পদ আদানপ্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় শর্ত

সম্পদ আদানপ্রদানকে কার্যকর করে তোলার জন্য এইসব মৌলিক শর্তগুলি মেটানো উচিত :

(১) আদানপ্রদান করার উপযোগী উপাদান গ্রন্থাগারগুলির কাছে থাকা উচিত।

(২) সম্পদ আদানপ্রদানে গ্রন্থাগারগুলির ইচ্ছুক হওয়া ও প্রয়োজনীয় গ্রন্থপঞ্জীর প্রণয়ন করা উচিত।

(৩) আদানপ্রদানের শর্তাবলী স্পষ্ট ও পরিষ্কার হওয়া উচিত।

(৪) আনুষ্ঠানিক চুক্তির থেকে স্বেচ্ছামূলক অংশগ্রহণকে বেশী জরুরী মনে করা উচিত।

(৫) সংগ্রহের নীতি, লেনদেনের সময়সীমা, ক্ষতিপূরণ ইত্যাদি বিষয়ে লিখিত বা অলিখিত চুক্তির মাধ্যমে দায়িত্ব বণ্টন করে দেওয়া উচিত।

(৬) আদানপ্রদানের পদ্ধতি নির্ণয় করার জন্য এক উপযুক্ত সূত্র প্রণয়ন করা উচিত।

(৭) সম্পদ আদানপ্রদান ব্যবস্থা সম্পর্কে ব্যবহারকারীদের চেতনা থাকা উচিত।

(৮) সমস্ত স্তরে সম্পদ আদানপ্রদানের জন্য গ্রন্থাগারগুলির এক নেটওয়ার্ক (network) থাকা উচিত।

(৯) আন্তঃগ্রন্থাগার লেনদেনের সময় কোনো নির্দিষ্ট উপাদান খুঁজে বার করার জন্য এক সম্মিলিত বা কেন্দ্রীয় ক্যাটালগ প্রস্তুত করা উচিত। কোনো বিষয় সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান অর্জনের জন্য সঠিক পথনির্দেশ করা ছাড়াও এই ব্যবস্থা নিকটবর্তী গ্রন্থাগারেই যে ব্যয়বহুল গ্রন্থটি পাওয়া যেতে পারে, সেটি ক্রয় করা থেকে পাঠককে বিরত করতে পারে। সম্মিলিত বা কেন্দ্রীয় ক্যাটালগ কাজেই সম্পদ লেনদেনের এক অপরিহার্য অঙ্গ। অন্যান্য অঙ্গগুলি হল গ্রন্থপঞ্জি, নির্ঘণ্ট, নির্যাস, নির্দেশিকা ইত্যাদি।

চূড়ান্ত বিচারে, কার্যকর সম্পদ লেনদেন নির্ভর করে পর্যাপ্ত সম্পদ, প্রশাসনিক ক্ষমতা ও উপযুক্ত যোগাযোগ ব্যবস্থার উপর।

১২.৭ কার্যরত সম্পদ আদানপ্রদান কর্মসূচী

আন্তর্জাতিক থেকে স্থানীয়, যে-কোনো স্তরে বিভিন্ন পদ্ধতির মাধ্যমে সম্পদ আদানপ্রদান ব্যবস্থা চালানো যেতে পারে।

১২.৭.১ আন্তর্জাতিক

১৯৭০-এর দশকে ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অফ লাইব্রেরি অ্যাসোসিয়েশন (IFLA—International Federation of Library Associations) এবং ওই ধরনের কিছু সংস্থার সঙ্গে ইউনেস্কো-র (UNESCO) সম্মিলিতি প্রচেষ্টায় কিছু পরিপূরক কর্মসূচী রচিত হয়, যেগুলি পরে একত্রিত হয়ে যায়। এদের মধ্যে ইউনিসিসট (UNISIST) একটি আন্তর্জাতিক বৈজ্ঞানিক তথ্যব্যবস্থা (World Science Information System) বিকাশের উপর গুরুত্ব আরোপ করে ও ন্যাটিস (NATIS) অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিকাশের জাতীয় পরিকল্পনাগুলিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে গ্রন্থাগার ও তথ্য পরিষেবার প্রয়োজনীয় কাঠামোগুলিকে চিহ্নিত করে। ইফলা (IFLA) দুটি বড়ো ধরনের কর্মসূচী পরিচালনা করে : ইউনিভার্সাল বিবলিওগ্রাফিক কন্ট্রোল (UBC—Universal Bibliographic Control) অর্থাৎ বিশ্বজনীন গ্রন্থপঞ্জী নিয়ন্ত্রণ ও ইউনিভার্সাল অ্যাভেলেবিলিটি অফ পাবলিকেশনস (UAP—Universal Availability of Publications) অর্থাৎ প্রকাশনাগুলির বিশ্বজনীন প্রাপ্তিযোগ্যতা। ইউবিসির

লক্ষ্য সমস্ত প্রকাশনার গ্রন্থপঞ্জি বিনিময়ের এক বিশ্বজনীন প্রকল্প সৃষ্টি করা। এর সাহায্যে সমস্ত দেশের সমস্ত প্রকাশনার গ্রন্থপঞ্জিমূলক তথ্য কোনো আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃতি রূপে পাওয়া সম্ভব হয়। ইউ এ পি (UAP)-এর উদ্দেশ্য ব্যবহারকারীদের কাছে দ্রুত ও কার্যকরভাবে তথ্য পৌঁছে দেওয়ার এক নকশা তৈরী করা। ইউএপি এই নীতির উপর ভিত্তি করে নির্মিত যে, নিজের নিজের প্রকাশনাগুলি ব্যবহারকারীদের নাগাল পৌঁছে দেওয়ার ক্ষমতা যেন প্রত্যেক দেশেরই থাকে। সম্পূর্ণভাবে বিকাশলাভ করলে এই দুটি কর্মসূচিই সম্পদ আদানপ্রদান ব্যবস্থার জন্য অত্যন্ত তাৎপর্যময়। ইন্টারন্যাশনাল সিরিয়াল ডাটা সিস্টেম (ISDS—International Serial Data System) অর্থাৎ আন্তর্জাতিক ধারাবাহিক তথ্য ব্যবস্থা আই এস ডি এস ফাইলের (আন্তর্জাতিক ও জাতীয়) মাধ্যমে সাম্প্রতিক ধারাবাহিক প্রকাশনগুলি সম্বন্ধে তথ্য ছড়িয়ে দেওয়ার আর একটি সম্মিলিত প্রচেষ্টা। এই উদ্দেশ্য নিয়ে বহু দেশে জাতীয় কেন্দ্র গঠন করা হচ্ছে।

সম্পদের বিশ্বজনীন আদানপ্রদানকে উন্নততর করে তোলার উদ্দেশ্য গৃহীত কর্মসূচীগুলি ছাড়াও জাতীয় সরকার ও সংস্থাগুলির সাহায্যে কয়েকটি আন্তর্জাতিক তথ্য ব্যবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। ইনিস (INIS—International Nuclear Information System) অর্থাৎ আন্তর্জাতিক কেন্দ্রীভূত তথ্য ব্যবস্থা ও অ্যাগ্রিস (AGRIS—Agricultural Information System) অর্থাৎ কৃষি তথ্য ব্যবস্থা দুটি পরিচিত উদাহরণ। ইনপাডক (INPADOC—International Patent Documentation System), ভিয়েনা পেটেন্ট-সংক্রান্ত তথ্য সংগঠন ও প্রচারের জন্য আর একটি সহযোগিতামূলক প্রচেষ্টা।

১২.৭.২ জাতীয়

জাতীয় স্তরে সম্পদ আদানপ্রদানের বিষয়টি আলোচনা করতে গেলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য ও ভারতের উদাহরণ টেনে আনা আদৌ অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

১২.৭.২.১ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সম্পদ লেনদেনের এক দীর্ঘ ঐতিহ্য রয়েছে। মার্কিন গ্রন্থাগারগুলির জন্য বিদেশী প্রকাশনার এক সহযোগিতামূলক সংগ্রহের কর্মসূচীর কথা প্রথম ভাবা হয় লাইব্রেরি অফ কংগ্রেসে।

১৯৪২ সালের ৯ই অক্টোবর কানেকটিকাটের ফার্মিংটনে লাইব্রেরি অফ কংগ্রেসের লাইব্রেরিয়ানস্ কাউন্সিলের (Librarian Council) কার্যানির্বাহী সমিতির অনুষ্ঠিত এক সভা থেকে এই কর্মসূচীর নামকরণ করা হয়। এটি পরিচিত হয় Farmington Plan বা ফার্মিংটন পরিকল্পনা নামে। এই পরিকল্পনায় বহু দেশে প্রতিনিধি নিযুক্ত করা হয়, যাদের কাজ সেইসব দেশের সাম্প্রতিক প্রকাশনাগুলি কিনে বিষয়ের বিশেষত্বের নিরিখে সেগুলি মার্কিন গ্রন্থাগারগুলিকে সরবরাহ করা। ১৯৪৮ সালে ফ্রান্স, সুইডেন ও সুইজারল্যান্ডে এই পরিকল্পনাটি রূপায়িত করা হয়। এই পরিকল্পনাটিতে বহু সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয় এবং একই সঙ্গে সমস্ত বিষয় অন্তর্ভুক্ত করার ফলে এতে কিছু গতানুগতিক জিনিস ও একই জিনিসের একাধিকবার অনুপ্রবেশ ঘটে। তবুও একথা স্বীকার করতেই হবে যে, অন্যথা দুষ্প্রাপ্য কিছু উপাদান এই উপায়ে সংগ্রহ করতে পেরে বহু গবেষণা গ্রন্থাগারই উপকৃত হয়েছে। ১৯৭২ সালে এই পরিকল্পনাটি সমাপ্ত হয় অংশত ন্যাশনাল প্রোগ্রাম ফর অ্যাকুইজিশন অ্যাণ্ড ক্যাটালগিঙ (NPAC—National Programme for Acquisition and Cataloguing) ও পাবলিক ল-৪৮০ (Public Law-480) কর্মসূচীগুলির সাফল্যের জন্য। এই দুটি প্রকল্পেরই পরিচালনার ভার

ছিল লাইব্রেরি অফ কংগ্রেসের উপর। বিদেশী প্রকাশনা সংগ্রহ ও তাদের ক্যাটালগ প্রস্তুতির উদ্দেশ্যে সৃষ্টি এই কর্মসূচীগুলিতে কয়েকশো শিক্ষামূলক গ্রন্থাগার অংশ নিয়েছিল।

সম্পদ আদানপ্রদান নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষার প্রাথমিক স্তর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এখন পেরিয়ে এসেছে। বর্তমানে তার মূল লক্ষ্য হল একে সবথেকে ভালোভাবে রূপায়িত করা। বহু গ্রন্থাগার সংঘ বা সমবায় ইতিমধ্যেই কাজ শুরু করে দিয়েছে। সম্পদ লেনদেনের বিভিন্ন রকমের নেটওয়ার্কে আর্থিক অনুদান জোগানের ক্ষমতা আধুনিক প্রযুক্তি ইতিমধ্যেই দেখিয়ে দিয়েছে। এখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সম্পদ লেনদেন হয় মূলত আরএলজি-র (RLG)রিসার্চ লাইব্রেরিজি ইনফরমেশন নেটওয়ার্ক (RLIN—Research Libraries Information Network). ওসিএলসি-র (OCLC) মতো বেসরকারী বা ওয়েস্টার্ন লাইব্রেরি নেটওয়ার্কের (আগে যা ওয়াশিংটন লাইব্রেরি নেটওয়ার্ক নামে পরিচিত ছিল) মত রাষ্ট্রীয় বা আঞ্চলিক নেটওয়ার্কের মাধ্যমে।

১৯৬০-এর দশকে ওহাইও-তে শিক্ষাসংক্রান্ত গ্রন্থাগার, বিশেষত রাষ্ট্রের সমর্থনপুষ্ট বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে স্বয়ংক্রিয়তা (automation) ও সম্পদ লেনদেনের বিষয়ে সহযোগিতার এক দৃঢ় বন্ধন তৈরী হয়। সব থেকে উল্লেখযোগ্য ঘটনাটি ঘটে ১৯৬৭ সালে ওসিএলসি (OCLC) প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে। প্রথমে ওসিএলসি ছিল ওহাইও কলেজ লাইব্রেরি সেন্টার-এর (Ohio College Library Centre) সংক্ষিপ্ত রূপ। ইন্টার-ইউনিভার্সিটি লাইব্রেরি কাউন্সিলের (Inter-University Library Council) নেতৃত্বে এর প্রাথমিক আর্থিক সংস্থান হয় ওহাইও বোর্ড অফ রিজেন্টস (Ohio Board of Regents) থেকে। এই বোর্ড হল রাষ্ট্রীয় সমর্থন-পুষ্ট উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলির পরিকল্পনা ও সমন্বয় সাধনের জন্য গঠিত এক সংস্থা। সহযোগী গ্রন্থাগারগুলির জন্য এক অন-লাইন, সম্মিলিত ক্যাটালগ প্রস্তুতির উদ্দেশ্য মার্ক (MARC—Machine Readable Cataloguing) নথিগুলির ডাটাবেস (database) সৃষ্টিতে ওসিএলসি-র সাফল্য আরও অনেক গ্রন্থাগারকে এতে যোগ দিতে অনুপ্রাণিত করে। সদস্য সংখ্যা বাড়তে থাকায় ওসিএলসি তার নাম ও কার্যপদ্ধতির পরিবর্তন ঘটায়। আজ ওসিএলসি বলতে বোঝায় অনলাইন কমপিউটার লাইব্রেরি সেন্টার (Online Computer Library Centre)।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে সম্পদ আদানপ্রদানের মূল প্রয়োজন হল সম্মিলিত ক্যাটালগ প্রণয়ন। এখানে আমরা উল্লেখ করতে পারি নিউসিরিয়াল টাইটলস (New Serial Titles)১৯৪৯ সালের ৩১শে ডিসেম্বরের পর থেকে প্রকাশিত ধারাবাহিকগুলির এক সম্মিলিত তালিকা, ওয়াশিংটন ডিসি, লাইব্রেরি অফ কংগ্রেস, ১৯৫০। এই নির্দেশিকা প্রকৃতপক্ষে ইবি টাইটাস সম্পাদিত ইউনিয়ন লিস্ট অফ সিরিয়ালস ইন লাইব্রেরিজ অফ দি ইউনাইটেড স্টেটস অ্যান্ড কানাডা ([Union List of Serials in the United States and Canada]-3rd ed. 5vols. New York, Wilson, 1965) শীর্ষক নির্দেশিকার প্রসারিত রূপ। নিউ সিরিয়াল টাইটল্ একটি মাসিক প্রকাশনা, যাতে ত্রৈমাসিক ও বাৎসরিক সংগ্রহের তালিকা দেওয়া হয়। ১৯৫০ থেকে ১৯৭০ সাল অবধি সংগ্রহের বিবরণ পাওয়া শক্ত মলাটে বাঁধানো গ্রন্থ বা .... তে, যা সরবরাহ করে নিউ ইয়র্কের বাউকার (Bowker)। ১৯৭১ সাল থেকে প্রতি পাঁচ বছরে সংগ্রহের তালিকা প্রকাশ করে লাইব্রেরি অফ কংগ্রেস, ওয়াশিংটন ডিসি। গ্রন্থের শীর্ষনামগুলি বর্ণানুক্রমিকভাবে বিন্যস্ত করা থাকে, যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থাগারগুলির প্রাসঙ্গিক সংগ্রহগুলিকে সূচিত করে।

১২.৭.২.২ যুক্তরাজ্য (ইউ. কে)

সম্পদ লেনদেনের ক্ষেত্রে যুক্তরাজ্যে সবথেকে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল ব্রিটিশ লাইব্রেরির প্রতিষ্ঠা। সম্পদ আদানপ্রদানের জাতীয় নেটওয়ার্কের কেন্দ্রে অবস্থান করছে ইয়র্কশায়ারের বোস্টন স্পা-র ব্রিটিশ লাইব্রেরি

ডকুমেন্ট সেন্টার (BLDSC—British Library Document Supply Centre)। ন্যাশনাল সেন্টার লাইব্রেরি (National Central Library) ও ন্যাশনাল লেন্ডিঙ লাইব্রেরি ফল সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি-র (National Lending Library for Science and Technology) সংগ্রহ ও পরিষেবা একত্রিত করে ১৯৭৩ সালে এটি স্থাপিত হয় ব্রিটিশ লাইব্রেরি লেন্ডিঙ ডিভিশন (British Library Lending Division) হিসাবে। কমপিউটারে সংরক্ষিত ডাটাবেস-এর বিকাশ ঘটিয়ে গ্রন্থপঞ্জী রচনার ক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যেমন বিপুল সাফল্য অর্জন করেছে, নথী সরবরাহ ব্যবস্থা-র (document supply system) উন্নতি ঘটিয়ে যুক্তরাজ্য তেমনই এক বিশাল অবদান রেখেছে। বিএলডিএসসি-র নকশাটি গ্রন্থাগার জগতে গভীর প্রভাব ফেলেছে। আন্তঃগ্রন্থাগার লেনদেনের এটিই হল চূড়ান্ত উপায়। এছাড়া, এই সেন্টারটি একটি সম্মিলিত ক্যাটালগ প্রকাশনার কাজ চালিয়ে যায় ও নিজের সংগ্রহ থেকে চাহিদা মেটাতে সক্ষম না হলে, অন্যান্য সূত্রের অনুসন্ধান চালায়। এই কেন্দ্রটি নিজস্ব পত্রপত্রিকা সংগ্রহের এক তালিকাও প্রকাশ করে থাকে যার নাম কারেন্ট সিরিয়ালস রিসিভড্ (Current Serials Received)। এছাড়া ১৯৮০ সাল পর্যন্ত ব্রিটিশ ইউনিয়ন ক্যাটালগ অফ পিরিয়ডিকালসকে (BUCOP—British Union Catalogue of Periodicals) ক্রোড়পত্রের সাহায্যে হালনাগাদ (Update) করা হয়। ১৯৭৩ সাল অবধি অন্তর্ভুক্ত করা হয় তিনটি খণ্ডে—তার পর থেকে বাৎসরিক সংকলনের মাধ্যমে।

১৯৭৬ সাল থেকে ব্রিটিশ লাইব্রেরি যেসব পত্রপত্রিকা সংগ্রহ করেছে (তাদের শীর্ষনাম পরিবর্তিত হলে সে কথার উল্লেখ করে), বর্ণানুক্রমিক বিন্যাসে তাদের তালিকা প্রথম প্রকাশ করে সিরিয়ালস ইন দি ব্রিটিশ লাইব্রেরি, লন্ডন, ১৯৮১। এটি এক ত্রৈমাসিক প্রকাশনা। এএসএলআইবি, এআইএম (ASLIB-ALM, Association for special Libraries and Information Bureau, Association for Information Management) আন্তঃগ্রন্থাগার সহযোগিতার বহু ক্ষেত্রের বিকাশে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। সদস্যদের জন্য এই সংস্থা নিজস্ব এক তথ্য ব্যবস্থা পরিচালনা করে ও সহযোগী গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে পারস্পরিক আদানপ্রদানের ব্যবস্থা করে। এএসএল আইএ নির্দেশিকা ও গবেষণাপত্রের নির্ঘণ্টও এ প্রকাশ করে থাকে।

১২.৭.২.৩ ভারতের অবস্থান

কমপিউটার, টেলিযোগাযোগ ও রিপ্রোগ্রাফিক প্রযুক্তির ক্রমাগত বিকাশের ফলে উন্নত দেশগুলিতে সম্পদ লেনদেনের গুরুত্ব বেড়ে চলেছে। এর বিশাল আয়তনের ফলে তার সমস্ত গ্রন্থাগারগুলির জন্য এক কেন্দ্রীয় সংগ্রহ গড়ে তোলা ভারতের পক্ষে চিন্তা করা সম্ভব নয়। কিন্তু বিদেশী পত্রপত্রিকা সংগ্রহ করার ক্ষেত্রে ভারতের গ্রন্থাগারগুলিকে অজস্র সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়। ইনস্ডক (INSDOC), যা অধুনা ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স কমিউনিকেশন অ্যান্ড ইনফরমেশন রিসোর্সের (NISCAIR—National Institute of Science Communication and Information Resources) নামে পরিচিত, তার সেন্ট্রালাইজড অ্যাকুইজিশন অফ পিরিয়ডিকালস (Centralised Aquisition of Periodicals) প্রকল্পটি এই সমস্যা মেটানোর দিকে এক সফল প্রচেষ্টা। কমপিউটারভিত্তিক এই প্রকল্পটি ইনস্ডক ১৯৭৪ সালে শুরু করে। কাউন্সিল অফ সায়েন্টিফিক অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চের (CSIR—Council of Scientific and Industrial Research) অন্তর্ভুক্ত বেশীরভাগ গ্রন্থাগারের চাহিদা এই প্রকল্পটি পূরণ করে। সহযোগী সংস্থাগুলির আর বিদেশী মুদ্রা সংগ্রহের প্রয়োজন হয় না। সহযোগী গবেষণাগারগুলি তাদের প্রয়োজনীয় পত্রপত্রিকার তালিকা সোজাসুজি ইনস্ডকের কাছে পাঠিয়ে দেয়। এই তালিকা অনুযায়ী ইনস্ডক বরাত পেশ করে এবং মূল্য মিটিয়ে দেয়। কাজেই, প্রায় সাড়ে আটশো বিদেশী প্রকাশনা সংস্থার প্রায় দুহাজার পত্রপত্রিকার বরাত দেওয়া ও সেগুলি সংগ্রহ করাতে এক সহযোগিতামূলক প্রচেষ্টা আখ্যা দেওয়া আদৌ অযৌক্তিক নয়।

গ্রন্থাগারিকের স্বেচ্ছামূলক প্রচেষ্টার ফলেই শহরের মধ্যে আন্তঃগ্রন্থাগার লেনদেন কমবেশী স্বীকৃতিলাভ করে ফেলেছে। আন্তঃগ্রন্থাগার আদানপ্রদানের কাজটি মসৃণ করে তুলতে বোম্বে সায়েন্স লাইব্রেরিজ অ্যাসোসিয়েশন (Bombay Science Libraries Association) এক সম্মিলিত পরিকল্পনা রচনা করে। অদূর ভবিষ্যতে এই পরিকল্পনা অন্যান্য অঞ্চলেও প্রসারিত হতে পারে।

সহযোগিতামূলক সংরক্ষণের ক্ষেত্রে, ইন্টার-লাইব্রেরি রিসোর্সেস সেন্টার অফ দি ন্যাশনাল সোশ্যাল সায়েন্স ডকুমেন্টেশন সেন্টার (Inter-Library Resources Centre of the National Social Science Documentation Centre) প্রতিষ্ঠা করাকেই প্রথম প্রচেষ্টা বলা যেতে পারে। ন্যাসডক (NASSDOC—National Social Science Documentationa Centre) ও জহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যলয়ের উদ্যোগে ১৯৭৪ সালে দিল্লিতে এটি স্থাপিত হয়।

আন্তঃগ্রন্থাগার লেনদেনকে আরও উন্নত করে তোলার জন্য সম্মিলিত ক্যাটালগ প্রকাশনা শুরু হয়েছে। দেশের সমস্ত প্রান্তের প্রায় পাঁচশো গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থাগারের সমাজবিজ্ঞান সংক্রান্ত সংগ্রহের সম্মিলিত ক্যাটালগ প্রস্তুত করার কাজ ন্যাসডক সম্পূর্ণ করেছে। ভারতীয় গ্রন্থাগারগুলির চিকিৎসাবিজ্ঞান সংক্রান্ত পত্রপত্রিকা সংগ্রহের ক্যাটালগ ন্যাশনাল মেডিকেল লাইব্রেরি (National Medical Library) প্রকাশ করেছে ও সেগুলিকে হালনগদ করছে। ইনস্ডক প্রকাশ করেছে ন্যাশনাল ইউনিয়ন ক্যাটালগ অফ সায়েন্টিফিক সিরিয়ালস ইন ইন্ডিয়া (National Union Catalogue of Scientific Series in India)। এনআইএসসিএআইআর (NISCAIR) এক ডাটাবেস সৃষ্টি করেছে যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত আছে ন্যাশনাল ইউনিয়ন ক্যাটালগ অফ সায়েন্টিফিক সিরিয়ালস ইন ইন্ডিয়া। এই সমস্ত ডাটাবেসই অন-লাইনে পাওয়া সম্ভব। সম্পদ ও সুবিধার আদানপ্রদানের উদ্দেশ্যে তথ্য কেন্দ্র ও ব্যবস্থাগুলির সমন্বয় ঘটানোর ক্ষেত্রে নিস্যাট (NISSAT—National Information System in Science and Technology) এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে।

ভারতে সম্পদ আদানপ্রদানের ক্ষেত্রে কমপিউটার যোগাযোগের বিকাশ এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। ইলেকট্রনিকস কমিশনের ন্যাশনাল ইনফরমেটিকস সেন্টার (National Informatics Centre) কেন্দ্রীয় সরকারের বিভাগ ও প্রতিষ্ঠানগুলির জন্য এক কেন্দ্রীভূত ব্যবস্থা। ১৯৮৭ সালে এ নিকনেট (NICNET) নামে এক নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠা করে। ১৯৯১ সালের এপ্রিলে ইউনিভার্সিটি গ্রান্টস কমিশন (UGC—University Grants Commission) "ইন্টার-এজেন্সি ওয়ার্কিংঙ গ্রুপ ফল ডেভেলপমেন্ট অফ ইনফরমেশন অ্যান্ড লাইব্রেরি নেটওয়ার্ক (Inter-Agency Working Group for Development of Information and Library Network) প্রতিষ্ঠা করে। ইনফ্রিবনেট (INFLIBNET) নামে বেশী পরিচিত এই নেটওয়ার্কের মুখ্য কার্যালয় আমেদাবাদে। বিশ্ববিদ্যালয়, মর্যাদাপ্রাপ্ত বিশ্ববিদ্যালয়, গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় প্রতিষ্ঠান, ইউজিসি তথ্যকেন্দ্র, গবেষণামূলক প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষায়তনগুলির গ্রন্থাগার ও তথ্যকেন্দ্রগুলির মধ্যে কমপিউটার যোগাযোগ ঘটানোর দায়িত্ব এই ইনফ্লিবনেটের।

১২.৮ প্রযুক্তির প্রভাব

অদূর ভবিষ্যতে সম্পদ লেনদেনের কাজকর্মে নানারকম ঝোঁক দেখা দিলেও প্রযুক্তির প্রভাবই সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। সস্তা অথচ বিশ্বস্ত ফোটোকপি (Photocopy) করার যন্ত্রপাতি চালু হবার ফলে ধারাবাহিক রচনার মতো ছোটো ছোটো উপাদানগুলি আদানপ্রদানের এক বিকল্প উপায় খুঁজে পাওয়া গেছে। টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্কের মাধ্যমে ডিজিটাল (digital) প্রতিলিপি পাঠানোর কাজটি যখন কম ব্যয়বহুল ও আরও বিশ্বস্ত হয়ে উঠবে, তখন মূল জিনিসটি লেনদেন বা তার প্রতিলিপিকে ধরে রাখা, অর্থাৎ

তথ্য সরবরাহের কাজটিও এক নতুন রূপ নেবে। বর্তমানে স্যাটেলাইট অর্থাৎ উপগ্রহ সমেত টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্কগুলি এক মহাদেশ থেকে অন্য মহাদেশে অতি স্বল্পব্যয়ে নথির ডিজিটাল প্রতিলিপি সমেত বিপুল পরিমাণ তথ্য পাঠাতে পারে। তথ্য সংরক্ষণ প্রযুক্তির বিকাশ ও সম্পদ আদানপ্রদানের নেটওয়ার্কগুলির উপর সম্ভবত এক শক্তিশালী প্রভাব ফেলবে। উন্নত দেশগুলিতে তথ্যপ্রযুক্তির অভাবনীয় প্রগতি হলেও, ভারতের মতো উন্নতিশীল দেশগুলিতে পরিস্থিতি অন্যরকম। অতি সম্প্রতি মাত্র এখানে তথ্যপ্রযুক্তির প্রভাবের গুরুত্ব উপলব্ধি করা হয়েছে ও এখন তথ্যব্যবস্থা ক্রমশ প্রসারলাভ করেছে। তথ্যপ্রযুক্তির প্রগতির ফলেই উন্নত দেশগুলিতে এখানকার গ্রন্থপঞ্জীমূলক নেটওয়ার্কগুলি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়েছে। অপটিকাল ডিস্ক (Optical disk) প্রযুক্তির বিকাশ নিজস্ব কমপিউটারগুলিতে ধরে রাখা তথ্যের চেয়ে আরও বেশী তথ্য সংরক্ষণের সম্ভাবনা গ্রন্থাগারগুলির সামনে তুলে ধরেছে। টেলিযোগাযোগের সাম্প্রতিক প্রগতির ফলে শীঘ্রই সম্পদ লেনদেনের আন্তর্জাতিক চরিত্রটি আরও গুরুত্বলাভ করবে।

১২.৯ উপসংহার

এটা যখন স্পষ্ট যে, গ্রন্থাগার পরিষেবার ক্ষেত্রে সম্পদ আদানপ্রদানের কাজ চলতেই থাকবে। গ্রন্থাগার বিষয়ক রচনায় এটি এক বহুচর্চিত বিষয়, ফলে শুধুমাত্র এই বিষয়টির উপরেই একটি সাময়িকপত্র প্রকাশিত হয়েছে, যার নাম রিসোর্স শেয়ারিঙ অ্যান্ড লাইব্রেরি নেটওয়ার্কস, ১৯৮১ (Resource Sharing and Library Network, 1981-)। সম্পদ লেনদেনের পরিণাম বা ফলাফলের কোনো নৈর্ব্যক্তিক মূল্যায়ন অবশ্য আজও করা হয়নি। সম্পদের নৈর্ব্যক্তিক মূল্যায়ন অবশ্য আজও করা হয়নি। সম্পদের লেনদেন নিজেই কোনো লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য নয়। বাস্তবে, ব্যবহারকারীদের কাছে দেওয়া পরিষেবাকে আরও উন্নত করে তুলতে গ্রন্থাগারগুলির কাছে এটি এক উপায়।

এর বহু ইতিবাচক দিক থাকা সত্ত্বেও সম্পদ আদানপ্রদান সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়। সংশ্লিষ্ট গ্রন্থাগারগুলির স্বায়ত্বশাসনের উপর সম্পদ লেনদেনের কাজ প্রভাব ফেলে। সম্পদ লেনদেনের প্রক্রিয়াটি কোনো কারণে ব্যর্থ হলে, সেই শূন্যস্থান পূর্ণ করার কাজটি সহযোগী গ্রন্থাগারের পক্ষে কঠিন হয়ে পড়ে। প্রকাশনা শিল্পের উপরেও সম্পদ লেনদেনের প্রভাব পড়তে পারে। কিছুটা ন্যায্যভাবেই বিশ্বজুড়ে প্রকাশকেরা দাবী করে আসছেন যে, ফোটোকপি করার পদ্ধতি চালু হওয়ায় তাদের স্বার্থে আঘাত লাগছে ও সেজন্য এর বিরুদ্ধে তারা আইন প্রণয়নের দাবী করছেন।

এইসব সমালোচনা সত্ত্বেও উন্নতিশীল দেশগুলির উচিত সম্পদ আদানপ্রদানকে যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া। সীমিত সম্পদের অধিকারী হওয়ার ফলে ভারতে উচিত সম্পদ লেনদেনের পরিকল্পনা করা ও তাকে সংগঠিত করা। ভারতে এখন আধুনিক প্রযুক্তির যথেষ্ট বিকাশ ঘটছে। তথ্য পরিকাঠামোর বিকাশের জন্য এখন প্রয়োজন এক সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি ও সংহত পরিকল্পনা। ভারতে কয়েকটি ক্ষেত্রে বিকাশ ঘটলেও উন্নতির আরও অবকাশ আছে। যেমন, বিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞান বিষয়ক পত্রপত্রিকার সম্মিলিত ক্যাটালগ সংকলিত হলেও গ্রন্থ ও অন্যান্য নথিপত্রের কোনো সম্মিলিত ক্যাটালগ আজও প্রকাশিত হয়নি। সহযোগিতামূলক প্রক্রিয়াকরণ, যন্ত্রপাতির লেনদেন ইত্যাদি ক্ষেত্রে ভারত আজও কাজ শুরুই করতে পারেনি। একই বিষয় বা লক্ষ্যের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন গ্রন্থাগার প্রক্রিয়াকরণের কাজটি লেনদেনের জন্য একটি নিজস্ব নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে নিজের নিজের পছন্দমতো বিষয়গুলির উপর ডাটাবেস সৃষ্টি করে সাম্প্রতিক বা অতীতমুখী পরিষেবার ব্যবস্থা করতে পারে।

ভারতীয় গ্রন্থাগারগুলি স্বয়ংক্রিয়তার বিষয়টি আজও সক্রিয়ভাবে চিন্তা করেনি। কিছু কিছু প্রতিষ্ঠানে অবশ্য কমপিউটারের ব্যবহার চালু হয়েছে। এইসব প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগারগুলি ক্রমশ যন্ত্রচালিত ব্যবস্থার সাহায্য নিচ্ছে

ও সেই অনুযায়ী সফট্ওয়্যার (software) সৃষ্টি করে। কমপিউটারে তথ্য ঢোকানোর জন্য তারা নিজস্ব ফরমাট (format) তৈরী করেছে। এখন সবথেকে জরুরী হল তথ্য ঢোকানোর (data input) জন্য একটি সর্বজনীন বা সাধারণ যোগাযোগের ফরমাট উদ্ভাবন করা। একবার এই কাজটি সম্পন্ন হয়ে গেলে, স্বাভাবিক প্রক্রিয়াতেই সম্পদ লেনদেনের ধারণাটি চলে আসবে। অবশ্য সম্পদ আদানপ্রদানকে জাতীয় ব্যবস্থার নকশায় অন্তর্ভুক্ত করে নিতে হবে। সবশেষে আন্তঃগ্রন্থাগার সহযোগিতা ও সম্পদ আদানপ্রদানকে উৎসাহ দিতে গ্রন্থাগারগুলিকে আরও বেশী করে এগিয়ে আসতে হবে। কাজকর্মের খুঁটিনাটি যাই হোক না কেন, গ্রন্থাগারের সামাজিক মূল্য বিচার করে এই প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে—কারণ, সহযোগিতার ভাবনার অনুপস্থিতি প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা হিসাবে গ্রন্থাগারের কাছে ক্ষতিকারক হয়ে উঠবে।

১২.১০ অনুশীলনী

১. গ্রন্থাগার সম্পদ আদানপ্রদানের উদ্দেশ্য বর্ণনা করুন।

২. গ্রন্থাগার সম্পদ আদানপ্রদানের জন্য মূলত কী কী প্রয়োজন ?

৩. গ্রন্থাগার সম্পদ লেনদেনের কাজকর্মগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করুন।

৪. গ্রন্থাগার সম্পদ আদানপ্রদানের উপর প্রযুক্তির প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করুন।

৫. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গ্রন্থাগার সম্পদ আদানপ্রদানের সবথেকে উল্লেখযোগ্য ঘটনাটি কী ?

১২.১১ নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জি

১. Chakrabarti, B. : Library and Information Society, Calcutta, World Press, 1993.

২. Gefferson, G. : Library Cooperation, 2nd ed., London, Andre Dentsch, 1977.

৩. Jennifer, Cargill and Diane, J. Greaves, Eds : Advances in Library resources sharing, Vol-7, Westport, London, Mecler, 1990.

৪. Rajagopalan, T. S. and Rajan., T. N. : An overview of problems and prospects of resource sharing among libraries in India. ILA Bulletin 1978, 14. 1-16.

৫. Vervet, H.D.L. Ed : Resource sharing of Libraries in developing countries. Munchen K.G. Saur, 1979.